বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

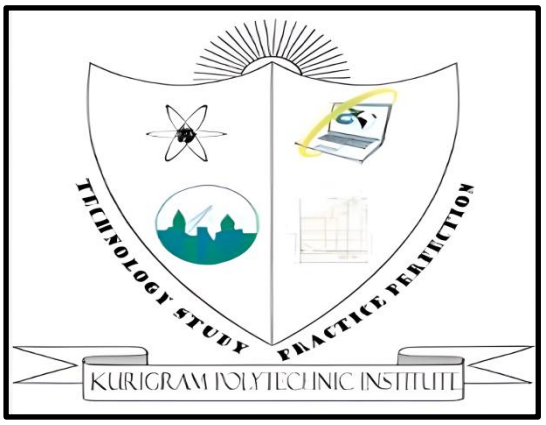

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুড়িগ্রাম।

https://kurigram.polytech.gov.bd

পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ
প্রকোশলী মোঃ খোরশেদ আলম
অধ্যক্ষ, কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপাধ্যক্ষ, কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

সম্পাদনা পরিষদঃ
আহবায়ক
মোঃ মশিউর রহমান
ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল)

সদস্যবৃন্দ
মোঃ নাহি-উদ-জামান
ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)

মোঃ ফিরোজ আলম
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেক্ট্রনিক্স)

মোঃ মোখলেছুর রহমান
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

সদস্যসচিব
মোঃ শাহীন আলম
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

প্রকাশনায়ঃ কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুড়িগ্রাম।
প্রকাশকালঃ ৮ অক্টোবর, ২০২৪।

অধ্যক্ষের বাণী

পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত। আমাদের জনসংখ্যার মূল অংশ যুব-সম্প্রদায়, যা শ্রমশক্তিতে পরিণত হলে জাতির উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারত। এই যুবসম্প্রদায়ই শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জাতির জন্য ভূমিকা রাখতে পারত, সেখানে তারা জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

"একটাই লক্ষ হতে হবে দক্ষ" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট যুব-সমাজকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরের ব্রত নিয়ে আগাচ্ছে।

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট দেশের উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রপৃষ্ঠ জনপদে অবস্থিত। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে এই জনপদকে মুক্ত করার একমাত্র হাতিয়ার কারিগরি শিক্ষা। কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একঝাঁক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারির প্রাণান্ত প্রয়াসে ছাত্র-ছাত্রীরা দক্ষতা অর্জন করছে। প্রতিবছর ডুয়েটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা উচ্চশিক্ষার জন্য জায়গা করে নিচ্ছে। কর্মসংস্থানের জন্য দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষকসংকট যদিও এই প্রচেষ্টাকে কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্থ করছে। এর পরেও ছাত্ররা মনোযোগী হলে প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

(প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম)
অধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
কুড়িগ্রাম।

উপাধ্যক্ষের বাণী

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা ও কাজে লাগানো। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক পাঠ্যক্রমের সাহায্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছি । আমাদের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহের কারণে আমরা একটি শিক্ষামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি, যা সৃজনশীলতা এবং চিন্তাভাবনার বিকাশে সহায়ক।

এ বছর আমরা বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছি, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো মোকাবেলায় প্রস্তুত করেছে। আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন ল্যাবরেটরি ও যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পাঠাগারের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের আধুনিক সুবিধা প্রদান করেছি। এই পরিবর্তনগুলো আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর এবং সহজতর করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সাফল্য কেবল সংখ্যা নয়; বরং এটি আমাদের একসঙ্গে কাজ করার ফল। আমরা যখন একসঙ্গে সঠিকভাবে কাজ করি, তখন সফলতার দ্বার খুলে যায়। আমি সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা এই যাত্রায় আমাদের সহায়তা করেছেন।

এখন, আমাদের সামনে আরো অনেক চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ অপেক্ষা করছে। আসুন, আমরা মিলে মিশে এগিয়ে যাই এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাই। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতেও আমরা নতুন উদ্যমে কাজ করব এবং আরও বড় সাফল্য অর্জন করব ইনশাল্লাহ।

(মোঃ আসাদুজ্জামান)
উপাধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
কুড়িগ্রাম।

সূচীপত্রঃ

১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ 6

২। মিশন ও ভিশনঃ 6

৩। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ 7

৪। বিভাগীয় প্রধানগণের পরিচিতিঃ 8

৫। টেকনোলজিসমূহঃ 9

কম্পিউটারঃ 9

সিভিলঃ 9

ইলেক্ট্রিক্যালঃ 10

মেকানিক্যালঃ 10

ইলেক্ট্রনিকস 11

কন্সট্রাকশন 11

আর্কিটেকচার 12

নন-টেকঃ 12

৬। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া ও যোগ্যতাঃ 13

৭। ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা 13

৮। ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্যঃ 13

২০২৪ সালের ২য় পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ 13

২০২৪ সালের ৪র্থ পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ 13

২০২৪ সালের ৬ষ্ঠ পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ 14

২০২৪ সালের ৮ম পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ 14

৯। কো-কারিকুলাম একটিভিটিস 14

এক্সটা-কারিকুলাম একটিভিটিস 14

১০। জব প্লেসমেন্ট সেলঃ 15

১১। আমাদের অর্জনঃ 16

১২। বিভিন্ন দিবস উদযাপন 16

১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুড়িগ্রাম

অবস্থানঃ কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

স্থাপিতঃ ২০০৬ সালে

প্রশাসনিক দপ্তরঃ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয়ঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কারিকুলাম পরিচালনাঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ,ঢাকা।

কারিকুলামঃ ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা–ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

টেকনোলজিসমূহঃ কন্সট্রাকশন ,কম্পিউটার,ইলেকট্রনিক্স,আর্কিটেকচার,সিভিল,মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল

চলমান শিফটঃ ২টি (প্রথম ও দ্বিতীয় শিফট)

প্রথম পর্বে আসনঃ ৭টি বিভাগে ৯০০টি আসন

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কার্যালয় সংলগ্ন কৃষ্ণপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি ঢাকা থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরত্বের পথ।

২। মিশন ও ভিশনঃ

১. ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করন।

২. দক্ষ জনশক্তি সুরক্ষিত করন।

৩. উপযুক্ত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিত করন।

৪. দক্ষ এবং গতিশীল জনশক্তি প্রস্তুত করন।

৫. বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে প্রযুক্তিগত পার্থক্য কমিয়ে আনা।

৬. অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করন।

৭. দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে অনুকরণীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করন।

৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করা।

৯. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিশেষ তহবিল থেকে সহায়তা করন।

১০. একাডেমিক ও প্রশাসনিক নজরদারির মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষণ পরিবেশ এবং সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিতকরন।

৩। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

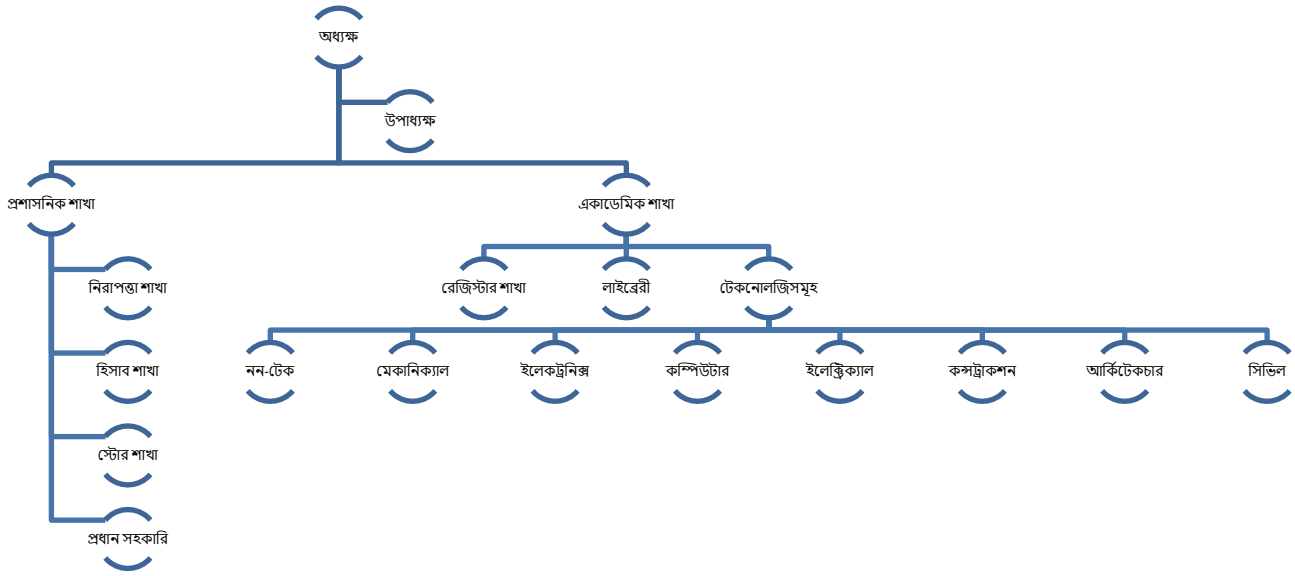

৪। বিভাগীয় প্রধানগণের পরিচিতিঃ

মোঃ মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকি

চিফ ইনস্ট্রাক্টর (মেকানিক্যাল) ও বিভাগীয় প্রধান (মেকানিক্যাল ও সিভিল, প্রথম শিফট)

মোঃ কামরুল হাসান

চিফ ইনস্ট্রাক্টর (কন্সট্রাকসন) ও বিভাগীয় প্রধান (কন্সট্রাকসন)

মোঃ আশরাফুজ্জামান সরকার

চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ও বিভাগীয় প্রধান (নন-টেক, দ্বিতীয় শিফট)

পরিতোষ কুমার মন্ডল

ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ও বিভাগীয় প্রধান (নন-টেক, প্রথম শিফট)

সঞ্জয় বণিক

ইনস্ট্রাক্টর (আরএসি) ও বিভাগীয় প্রধান (মেকানিক্যাল ও সিভিল, দ্বিতীয় শিফট)

মোঃ ফরিদুল ইসলাম

ইনস্ট্রাক্টর (পদার্থবিদ্যা) ও বিভাগীয় প্রধান (আর্কিটেকচার)

মোঃ নুর মোমেন রাকিব

ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রিক্যাল)

মোঃ ফিরোজ আলম

ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রনিক্স)

মোঃ নাহি-উদ-জামান

ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার) ও বিভাগীয় প্রধান (কম্পিউটার)

৫। টেকনোলজিসমূহঃ

কম্পিউটারঃ

বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। এই বিশ্বায়নের যুগে কম্পিউটার ও ইনফরমেশন টেকনোলজিতে দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বর্তমান সময়ে তথ্য বিশ্লেষণের গুরুত্ব বেড়েছে। কম্পিউটার দক্ষতা শেখার ফলে ডেটা পরিচালনা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বাড়ে। প্রোগ্রামিং ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শেখার মাধ্যমে নিজস্ব প্রকল্প তৈরি করার স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ মেলে। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য কম্পিউটার টেকনোলজি শেখা অপরিহার্য। দৈনন্দিন কাজগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে, যেমন অনলাইন ব্যাংকিং, শপিং, এবং যোগাযোগ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য কম্পিউটার টেকনোলজি অপরিহার্য। এটি নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

আমাদের রয়েছে দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দ। তারা যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ কম্পিউটার প্রকৌশলি হিসেবে গড়ে তোলেন।

ল্যাবসমূহঃ সফটওয়ার ল্যাব ১, সফটওয়ার ল্যাব ২, হার্ডওয়ার ল্যাব।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পাবার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডেভেলপার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার , অ্যাপস ডেভেলপার, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি ছাড়াও ফ্রিলান্সার হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ২০০ টি

সিভিলঃ

সিভিল টেকনোলজি বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে মানবিক উন্নয়ন, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প এবং অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা সড়ক, ব্রিজ, ভবন, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন সিস্টেম নির্মাণ করেন, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য। অবকাঠামো উন্নয়ন দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, বাণিজ্য ও শিল্পকে সমর্থন করে। এই কারণে সিভিল টেকনোলজি একটি মৌলিক ক্ষেত্র যা দেশের উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এখানে রয়েছে দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দ যাদের যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সুনামের সাথে তাদের পরবর্তী কর্মজীবনে উপ-সহকারি প্রকৌশলী পদে নিয়োগপ্রাপ্তি সহ দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বিরাট ভুমিকা রেখে যাচ্ছে।

ল্যাবসমূহঃ সার্ভেইয়িং ল্যাব, টেস্টিং ল্যাব, হাইড্রলিক্স ল্যাব, ক্যাড-২ ল্যাব ।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পাবার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ LGED, RHD, PWD, BWDB, WASA, EED, DPHE, BPDB, NESCO, DESCO, DPDC ইত্যাদি।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ২০০ টি।

ইলেক্ট্রিক্যালঃ

ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনোলজি পড়াশোনার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, বিশেষ করে প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ ব্যাপক। ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলীরা বিভিন্ন শিল্পে, যেমন শক্তি উৎপাদন, নির্মাণ, এবং টেলিকমিউনিকেশন, কাজ করেন।শক্তির উৎপাদন, বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ডিজাইন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।এই কারণে, ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনোলজি পড়াশোনা করা বর্তমান যুগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ভবিষ্যতের উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে সহায়তা করে। কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকবৃন্দ যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ ইলেক্ট্রিক্যাল প্রকৌশলি হিসেবে গড়ে তোলে।

ল্যাবসমূহঃ ইলেক্ট্রিক্যাল ল্যাব, ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিন ল্যাব।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ আমাদের ছাত্রগণ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষে উপসহকারি প্রকৌশলী হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে । BTCL, DESCO, BREB, BPDB, NESCO, BTV, DPDC, PBS প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে উপসহকারি প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ১০০ টি।

মেকানিক্যালঃ

মেকানিক্যাল টেকনোলজি পড়াশোনার গুরুত্ব অসীম, বিশেষ করে প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন উৎপাদন, এনার্জি, অটোমোবাইল, এবং বায়োমেডিক্যাল, যা চাকরির প্রচুর সুযোগ তৈরি করে। মেকানিক্যাল টেকনোলজি পড়ার মাধ্যমে তাপ, শক্তি, গতিবিদ্যা, এবং ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের মতো মূল বিষয়গুলিতে গভীর জ্ঞান অর্জন করা যায়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা নতুন প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও উন্নয়ন করে, যেমন রোবোটিক্স এবং অটোমেশন। এগুলি ছাড়াও, মেকানিক্যাল টেকনোলজি পড়াশোনা করার মাধ্যমে একজন ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিবিদ হিসেবে নিজেকে তৈরি করা সম্ভব, যা ভবিষ্যতের উদ্ভাবনে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ল্যাবসমূহঃ মেশিন শপ, বেসিক ল্যাব, ফাউন্ডেশন ল্যাব।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পাবার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ RHD, রেলওয়ে, PWD, BWDB, কারখানা, WASA, EED, রেলওয়ে, BPDB, NESCO, DESCO, DPDC, মিল-ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ১০০ টি।

ইলেক্ট্রনিকস

ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজিতে পড়াশোনার গুরুত্ব অনেক কারণেই অপরিসীম। ইলেক্ট্রনিক্স আধুনিক প্রযুক্তির মূল ভিত্তি। স্মার্টফোন, কম্পিউটার, টেলিভিশন, এবং অন্যান্য ডিভাইসের কাজ বুঝতে এবং ডিজাইন করতে এটি অপরিহার্য। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইলেক্ট্রনিক্সের গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, এবং অটোমেশন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন স্মার্ট যন্ত্র, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, এবং স্বাস্থ্যসেবা যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা বোঝার জন্য ইলেক্ট্রনিক্সের জ্ঞান অপরিহার্য। বিনোদন শিল্পে, যেমন ভিডিও গেম, চলচ্চিত্র এবং অডিও প্রযুক্তিতে ইলেকট্রনিক্সের ভূমিকা অপরিসীম। এই কারণে, ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি পড়াশোনা করা বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ যত্নসহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করে থাকেন।

ল্যাবসমূহঃ PLC ল্যাব, ইলেক্ট্রনিকস ল্যাব, কমিউনিকেশন ল্যাব।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ ইলেক্ট্রনিক্স ক্ষেত্রের অনেক চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের চাহিদা সবসময় বিদ্যমান। উপসহকারি প্রকৌশলী হিসেবে BTCL, DESCO, BREB, BPDB, NESCO, BTV, DPDC, PBS, ব্যাংক, বীমা, বিভিন্ন মিডিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিকস নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ১০০ টি।

কন্সট্রাকশন

কন্সট্রাকশন টেকনোলজি পড়াশোনার গুরুত্ব অনেক দিক থেকে। কন্সট্রাকশন টেকনোলজি জ্ঞান অর্জন করলে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা অবকাঠামোর উন্নয়নে সাহায্য করে। সঠিক নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটি শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণ খাতে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মান বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এই কারণে, কন্সট্রাকশন টেকনোলজি পড়াশোনা করা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন এবং টেকসই অবকাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। কনস্ট্রাকশন টেকনোলজির দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ যত্নসহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করে থাকেন।

ল্যাবসমূহঃ কন্সট্রাকশন ল্যাব, প্লাম্বিং ল্যাব।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ কন্সট্রাকশন টেকনোলজির দক্ষতা অর্জন করলে বিভিন্ন ধরনের চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পাবার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ LGED, RHD, PWD, BWDB, WASA, EED, DPHE, BPDB, NESCO, DESCO, DPDC ইত্যাদি।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ১০০ টি।

আর্কিটেকচার

আর্কিটেকচার টেকনোলজি পড়াশোনার গুরুত্ব অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর্কিটেকচার টেকনোলজি শেখার মাধ্যমে স্থাপত্যের নকশা ও পরিকল্পনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটায়। আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন CAD (Computer-Aided Design) এবং BIM (Building Information Modeling), ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজাইন প্রক্রিয়া উন্নত করা সম্ভব। টেকসই ডিজাইন এবং নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে পরিবেশের উপর প্রভাব কমানোর কৌশল জানতে সহায়তা করে। আর্কিটেকচার টেকনোলজি প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত চিন্তাভাবনা বিকাশ করে।এগুলি ছাড়াও, আর্কিটেকচার টেকনোলজি পড়াশোনা করা ভবিষ্যতে টেকসই ও সৃজনশীল অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে, যা মানুষের জন্য কার্যকরী এবং সুন্দর জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে।

ল্যাবসমূহঃ ক্যাড ল্যাব-১, মডেল ল্যাব, ড্রইয়িং ল্যাব ১, ড্রইয়িং ল্যাব ২।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ স্থাপত্য শিল্পে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র তৈরি করে।

প্রথম পর্বে আসন সংখ্যাঃ ১০০ টি।

নন-টেকঃ

প্রকৌশল বিদ্যার পাশাপাশি নন টেক শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক ও সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নন-টেক বিষয় অধ্যয়ন প্রয়োজন। পলিটেকনিকে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, ম্যানেজমেন্ট, সোসিওলজি, হিসাবিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

ল্যাবসমূহঃ গণিত ল্যাব, পদার্থ ল্যাব, রসায়ন ল্যাব।

৬। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া ও যোগ্যতাঃ

১ম পর্বেঃ SSC অথবা সমমান উত্তীর্ণ

৩য় পর্বেঃ HSC (বিজ্ঞান) গণিতসহ উত্তীর্ণ

৪র্থ পর্বেঃ HSC (ভোকেশনাল) সংশ্লিষ্ট ট্রেডে উত্তীর্ণ

৭। ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা

- বৃত্তি সুবিধাঃ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবে, তাদের জন্য প্রতি সেমিস্টারে উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
- লাইব্রেরিঃ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুবিশাল লাইরেরি রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে বই পড়ার সুবিধা পেয়ে থাকে।
- ইন্টারনেট সুবিধাঃ সমগ্র কলেজ ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।
- মেয়েদের কমন রুমঃ মেয়েদের জন্য আলাদা কমন রুমের ব্যবস্থা রয়েছে।
- নামাজঘরঃ নামাজের জন্য একটি নামাজঘর রয়েছে যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নামাজ আদায় করতে পারেন।
- সাইকেল গ্যারেজঃ ছাত্রদের জন্য সাইকেল গ্যারেজের ব্যবস্থা রয়েছে।

৮। ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্যঃ

২০২৪ সালের ২য় পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ

টেকনোজি	পর্ব	শিক্ষার্থী সংখ্যা
আর্কিটেকচার	২য়	৮৫
সিভিল	২য়	১৮৮
ইলেকট্রিক্যাল	২য়	৯৩
ইলেকট্রনিক্স	২য়	৯১
মেকানিক্যাল	২য়	৯৬
কম্পিউটার সায়েন্স	২য়	১৮৪
কন্সট্রাকশন	২য়	৮৮

২০২৪ সালের ৪র্থ পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ

টেকনোজি	পর্ব	শিক্ষার্থী সংখ্যা
আর্কিটেকচার	৪র্থ	৬৭
সিভিল	৪র্থ	১৮৬
ইলেকট্রিক্যাল	৪র্থ	৮৮
ইলেকট্রনিক্স	৪র্থ	৫১

মেকানিক্যাল	৪র্থ	৮৩
কম্পিউটার সায়েন্স	৪র্থ	১৫৪
কন্সট্রাকশন	৪র্থ	৬১

২০২৪ সালের ৬ষ্ঠ পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ

টেকনোজি	পর্ব	শিক্ষার্থী সংখ্যা
আর্কিটেকচার	৬ষ্ঠ	৭১
সিভিল	৬ষ্ঠ	১৭৭
ইলেকট্রিক্যাল	৬ষ্ঠ	৯৫
ইলেকট্রনিক্স	৬ষ্ঠ	৮৮
মেকানিক্যাল	৬ষ্ঠ	৮৫
কম্পিউটার সায়েন্স	৬ষ্ঠ	১৪৩
কন্সট্রাকশন	৬ষ্ঠ	৮৬

২০২৪ সালের ৮ম পর্বের শিক্ষার্থীদের তথ্যঃ

টেকনোজি	পর্ব	শিক্ষার্থী সংখ্যা
আর্কিটেকচার	৮ম	৭৫
সিভিল	৮ম	৯৫
ইলেকট্রিক্যাল	৮ম	৯০
ইলেকট্রনিক্স	৮ম	৮৬
মেকানিক্যাল	৮ম	৮২
কম্পিউটার সায়েন্স	৮ম	১৪০
কন্সট্রাকশন	৮ম	৮৪

৯। কো-কারিকুলাম একটিভিটিস

- বিএনসিসি
- রোভার্স এন্ড স্কাউট
- রেড ক্রিসেন্ট
- আইসিটি ট্রেনিং

এক্সটা-কারিকুলাম একটিভিটিস

- বাঁধন
- সংস্কৃতি কেন্দ্র
- রিপোটার্স ইউনিটি

১০। জব প্লেসমেন্ট সেলঃ

আমাদের জব প্লেসমেন্ট সেল রয়েছে, কাজ তারা যে সকল কাজ করে থাকে তা হলঃ

- টেকনোলজি ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত, ফোন নাম্বার, ই-মেইল অ্যাড্রেস সংগ্রহ ও ডাটা বেইজ তৈরি করা।
- প্রস্তুতকৃত তালিকা নিয়মিত Update করা।
- সম্ভাব্য চাকরি দাতা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানার সাথে যোগাযোগ করে চাকরি দাতাদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি ও তাদের সাথে MoU করার মাধ্যমে উর্ত্তীণ ছাত্র/ছাত্রীদের চাকরির ব্যবস্থা করা।
- Job Fair এর আয়োজন করে উর্ত্তীণ ছাত্র/ছাত্রীদের চাকরির ব্যবস্থা করা।
- স্বনামধন্য কল কারখানায় শিক্ষার্থীদের Study Tour ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- Industry Linkage বৃদ্ধির অংশ হিসেবে কল-কারখানার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে আমন্ত্রন করা। সভা, সেমিনারে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিদেশে চাকরির ক্ষেত্র খোঁজা ,যোগাযোগ সমন্বয় সাধন , পথ প্রদর্শন ও যোগদানে সহায়তা করা।
- প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, তাদের কর্মক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের চাকরি লাভে তাদের পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা ।
- স্বানামধন্য প্রতিষ্ঠানের HR আমাদের ক্যাম্পাসে এসে In Campus Interview এর ব্যবস্থা করছে।
- শিক্ষর্থীদের ভালো জব পেতে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।
- টেকনোলজি ভিক্তিক ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা হয়।

জব প্লেসমেন্ট সেল অফিসারঃ

নুর মোমেন রাকিব
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিক্যাল)

সহকারি কর্মচারিঃ

বিধুভূষণ সরকার

১১। আমাদের অর্জনঃ

বছর	ছাত্রদের বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার পাশের হারঃ
২০২৩	৮৮%
২০২২	৮৬%
২০২১	৭৫%
২০২০	৭৫%
২০১৯	৮৯%

১২। বিভিন্ন দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়।

অভিভাবক সমাবেশ

নৈতিকতা বিষয়ক সভা-২০২৪

নৈতিকতা বিষয়ক সভা-২০২৪

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশন

বার্ষিক ক্রীড়া

রোভার স্কাউট

ইন্ডাস্ট্রি ভ্রমণ

ধন্যবাদ